শকাব্দ

শকাব্দচিহ্নিত অসংখ্য ভারতীয় অভিলেখ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণভারতে চালুক্য রাজবংশের সময় থেকেই (খ্রি. ষষ্ঠ শতাব্দী) শকাব্দের ব্যবহার নিয়মিত হতে দেখা যায় অভিলেখ সাহিত্যে। পশ্চিমভারতে (গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র), পূর্বভারতে (বঙ্গ, বিহার, ওড়িষা ও অসম) এবং দক্ষিণ ভারত সংলগ্ন মধ্য ভারতেও শকাব্দের ব্যবহার বিরল নয়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার (বিশেষত কম্বোডিয়া ও জাভা) অভিলেখসমূহেও কালোল্লেখের প্রচলিত পদ্ধতি ছিল শকাব্দ দিয়ে। বর্তমানে বিশেষত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এখনও এর প্রচলন আছে।

এই অব্দ নানাভাবে উল্লিখিত হয়- "শক-(নৃপ)-কালে", "শক-বর্ষেষ্বতীতেষু", "শকবর্ষে", "শালিবাহন-শকে" ইত্যাদি। শেষোক্ত শব্দবন্ধটি খ্রি. দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত হতে দেখা যায়। মনে হয় বিক্রমাব্দের মত শকাব্দেরও একটি ভারতীয় উৎসের সন্ধানে কিংবদন্তীর হিন্দু রাজার নাম এর সঙ্গে অনুষক্ত করা হয়েছে। প্রাচীনতম প্রামাণ্য যে আভিলেখিক উল্লেখ এই অব্দ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, তা হল সুকেতুবর্মনের বাড় (থানে জেলা, মহারাষ্ট্র) অভিলেখে। সেখানে শকাব্দ ৩২২ অর্থাত্ ৪০০ খ্রিস্টাব্দ উল্লিখিত। পশ্চিম ক্ষত্রপ চষ্টনের বংশের অভিলেখগুলি প্রাচীনতর এবং শকাব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, স্পষ্টভাবে সেখানে শকাব্দের উল্লেখ নেই।

শকাব্দের ঐতিহাসিক উদ্ভব বিতর্কিত। তবে প্রথম কনিষ্ককেই শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন। কনিষ্ক ও তাঁর উত্তরসূরিদের অভিলেখগুলিতে যে নামবিহীন কালের উল্লেখ আছে, তাকে শকাব্দ বলেই মনে করতে হবে এবং এইগুলিই প্রাচীনতম শক বৎসর। তবে কুষাণদের কালানুক্রম সমস্যাসঙ্কুল এবং কনিষ্ক সম্পর্কিত মতবাদটিও তর্কসাপেক্ষ বলে সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন রিচার্ড সালোমন। অজয় মিত্র শাস্ত্রীর মত তিনিও পশ্চিম ক্ষত্রপ চষ্টনকে এই গণনা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা বলে অনুমান করা অসম্ভব নয় বলে মনে করেন। কিন্তু ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পশ্চিম ক্ষত্রপদের মুদ্রা ও অভিলেখসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে চষ্টন আসলে প্রথম কনিষ্কের প্রবর্তিত অব্দই ব্যবহার করেছেন এবং কনিষ্কাব্দই ৭৮ খ্রিস্টাব্দের সমকালীন শকাব্দ বলে গ্রহণযোগ্য।

Scanned with CamScanner

তাঁর সিংহাসনারোহণের স্মারক হিসাবে এই অব্দ গণনা চালু হয়। এই অব্দের সঙ্গে "শক" শব্দটি সংযুক্ত হয় পরবর্তীকালে এবং এর কারণ সম্ভবতঃ শক বা শক-পহ্লব শাসকগণ সাতবাহন রাজাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া পশ্চিমভারতে এই গণনাপদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিলেন।

সাধারণতঃ অভিলেখে শকাব্দের বছরগুলিকে সমতীত (expired) বলে ধরা হলেও, খ্রি. একাদশ-দ্বাদশ শতকে চালু সংবৎসর হিসাবেও তার উল্লেখ অভিলেখাদিতে আছে। বছরগুলি চৈত্রাদি, মাসগুলি অমান্ত (উত্তরভারতে কখনো কখনো পূর্ণিমান্ত)। অনেক সময় অন্য অব্দের সঙ্গে সমবেতভাবে শকাব্দের উল্লেখ থাকে (যেমন বিক্রমাব্দ বা কল্যব্দ)। তত্ত্বগতভাবে মনে করা হয়, শকাব্দ ১ শুরু হয়েছিল ৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা চৈত্র। সমতীত শকাব্দকে খ্রিস্টাব্দে পরিণত করতে গেলে ৭৮ (পৌষের কৃষ্ণপক্ষ, মাঘ ও ফাল্গুনের জন্য) বা ৭৯ যোগ করতে হয়।

Scanned with CamScanner